গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৪.২০২২.১০৯

তারিখ : ২০ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ০৩ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, বাতিল ও ছাড়করণ সংক্রান্ত গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির ২৮.০২.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২৮.০২.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

ক্র: নং	বিবরণ ও পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত
০১.	বিষয়: কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উজেলাধীন আদাবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ জুলফিকার রহমান সাহেবের স্থগিতকৃত সরকারি অংশের বেতন-ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে। কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উজেলাধীন আদাবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ জুলফিকার রহমান (ইনডেক্স নং-২১৩৮৯৯)। তিনি গত ০১/০৩/১৯৯০ তারিখ হইতে অদ্যবধি বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, তার সরকারী অংশের বেতন ভাতা গত ২০০৭ সালের নভেম্বর মাস হইতে স্থগিত করেন। ২৪/০৪/২০১২ তারিখে নং-৩৭.০০.০০০০.০৮৭.১৭.০০৩.২১-৭২ স্মারকে তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। তিনি গত নভেম্বর/২০০৭ সাল থেকে মার্চ/২০২২ পর্যন্ত তাহার সরকারী অংশের স্থগিতকৃত বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছেন। পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উজেলাধীন আদাবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ জুলফিকার রহমান এর স্থগিতকৃত সরকারি অংশের বেতন-ভাতা প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০২.	বিষয়টি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলাধীন অজিফা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মো: মিজানুর রহমান এর অক্টোবর ২০০২ হতে আগষ্ট ২০১১ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া বেতন ভাতাদি সংক্রান্ত। কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলাধীন অজিফা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয়ের জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ১৯৯১ সালে ক্লার্ক-কাম-টিচার্স হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। কিন্তু উক্ত নিয়োগ বিধি সম্মত না হওয়ায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর ২১/১০/২০০২ তারিখের নং-৬সি/১৩০ম/০১/১৭২৯২/৪ম স্মারকের আলোকে অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করায় ফেরত দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে তৎকালীন কমিটি উত্তোলিত অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য বার বার নির্দেশ প্রদান করলেও জনাব মোঃ মিজানুর রহমান তা ফেরত প্রদান না করায় অক্টোবর/২০০২ হতে সরকারি বেতন-ভাতা উত্তোলন বন্ধ করা হয়। দীর্ঘদিন সরকারি বেতন-ভাতা উত্তোলন করতে না পারায় বিদ্যালয় কমিটি তাকে বেতন-ভাতা উত্তোলনের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময় দেন নতুবা তাকে বরখাস্ত করা হবে বলে জানিয়ে দেন। তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে বেতন-ভাতার সরকারি অংশ উত্তোলন করতে না পারায় কমিটি তাকে ০১/০২/২০০৯ তারিখ থেকে বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেন। পরবর্তীতে তিনি উল্লিখিত বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে একটি মামলা করেন (মামলা নং-৪১২/২০১৫)। মামলার রায় অনুযায়ী বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা ১২/১২/২০১৭ তারিখে written legal opinion প্রদান করেন। মাননীয় আদালত কর্তৃক রায়ে জারীকৃত পত্রের কার্যকারিতা অবৈধ ঘোষণা করা হয়। সেক্ষেত্রে পত্রের জারীকৃত তারিখ থেকেই রায় বা আদেশ কার্যকর হবে। যেহেতু রায়ে বকেয়া প্রদানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই সেক্ষেত্রে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা বকেয়া প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করার কথা উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে এ বিষয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ The leave petition is out of time by 1644 days but the explanation offered seeking condonation of delay is not at all satisfactory. Accordingly, the civil petition for leave to appeal is dismissed as barred by limitation আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের স্মারক নং-৪জি-৩৭২০-ম/০৬/৬৭৭৪/২; তারিখ: ১৪/১২/২০১১ খ্রি.	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলাধীন অজিফা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মো: মিজানুর রহমান এর অক্টোবর ২০০২ হতে আগষ্ট ২০১১ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া বেতন ভাতাদি মহামান্য আদালতের রায়ের আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ করা হয়নি। রিভিউ করার বিষয়ে আইন উপদেষ্টা এবং মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>মোতাবেক ০১/১২/২০১১ তারিখ হতে অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে একই বেতন বিলের মাধ্যমে চলমান বেতন পরিশোধ এবং বকেয়া বেতন-ভাতাদির বিবরণী প্রেরণের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার, কুমিল্লাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত তারিখ হতে অর্থাৎ ০১/১২/২০১১ তারিখ থেকে তিনি নিয়মিত বেতন-ভাতা পেয়ে আসছেন।

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (ইনডেক্স নং-১৩৫৯৭৪) এর অক্টোবর ২০০২ হতে আগষ্ট ২০১১ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতাদি'র বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত "যেহেতু মাননীয় আদালত কর্তৃক রায়ে জারীকৃত পত্রের কার্যকারিতা অবৈধ ঘোষনা করা হয়। সেক্ষেত্রে পত্রের জারীকৃত তারিখ হতেই রায় বা আদেশ কার্যকর হবে। যেহেতু রায়ে বকেয়া প্রদানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই সেক্ষেত্রে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা বকেয়া প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করার কথা উল্লেখ করেন"।
এখানে ২০১০ সালের মতামত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের প্রেক্ষাপটে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে মতামত মূল রায়ের আলোকে দেয়া হয়। রায়ের বিষয়বস্তু এক। এখানে পিটিশনারের আবেদন Consideration এর কথা উল্লেখ করা হয়। উক্ত বকেয়া প্রদান বিষয়টি ০৯/১১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত এমপিও কমিটির বিশেষ সভায় উত্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় আলোচনায়ে জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (ইনডেক্স নং-১৩৫৯৭৪) এর অক্টোবর ২০০২ হতে আগষ্ট ২০১১ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্ত কামনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>০৩.</td>
<td>বিষয়: নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলাধীন বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়-এর সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব মোঃ রহিমুল ইসলাম শাহ্-এর এম.পি.ও ভুক্তি প্রসঙ্গে।

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলাধীন বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয় (এমপিও কোড: ৯০০৬১১১২০১) এর প্রধান শিক্ষক সূত্রোক্ত স্মারকপত্রের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের নিয়োগকৃত সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব মোঃ রহিমুল ইসলাম শাহ্ এর এমপিওভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে তথ্যাদিসহ এ অধিদপ্তরে আবেদন দাখিল করেছেন। জনাব রাবেয়া আলীম, সংসদ সদস্য, ৩২৩ মহিলা আসন-২৩, সদস্য, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বর্ণিত শিক্ষকের এমপিওভুক্তি বিষয়ে ডিও প্রদান করেছেন। শিক্ষকের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>নাম, পদবী ও জন্ম তারিখ</th><th>শিক্ষাগত যোগ্যতা</th><th>যোগদানের তারিখ</th><th>দাবীকৃত বেতন স্কেল ও কোড</th></tr>
<tr><td>০১.</td><td>মোঃ রহিমুল ইসলাম শাহ্
সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা)
জন্ম তারিখ: ১০/১০/১৯৮১</td><td>এস.এস.সি-২য়-১৯৯৬
এইচ.এস.সি-২য়-১৯৯৮
বি.কম-৩য়-২০০১
বি.পি.এড-১ম-২০১২</td><td>২৩/০৩/২০০৪</td><td>১২,০০০/-
কোড-১০</td></tr>
</table>
দাখিলকৃত তথ্যাদি যাচাই-বাচাই করে দেখা যায় যে, বর্ণিত সহকারী শিক্ষক বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক। তিনি বিগত ২৩/০৪/২০০৪ তারিখ সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) হিসেবে যোগদান করেন। নিয়োগকালীন তাঁর কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না। বিদ্যালয়টি ২০০৯-১০ অর্থ বছরে নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে এমপিওভুক্ত হয়েছে। কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় তিনি এমপিওভুক্ত হতে পারেননি। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৮/০১/২০০৫ তারিখের স্মারক নং শিম/শা:১১/বিবিধ(এমপিও)-১১/২০০৪/০৫ সংখ্যক পত্রের আলোকে
তিনি ২০১২ সালে বিপিএড ডিগ্রী সনদ অর্জন করেছেন।
পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।</td>
<td>নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলাধীন বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়-এর সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব মোঃ রহিমুল ইসলাম শাহ্-এর এমপিও ভুক্তির বিষয়টি শুনানী শেষে মুলতবী রাখা হয় এবং আগামী সভায় উপস্থাপন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td>
</tr>
<tr>
<td>০৪.</td>
<td>বিষয়: নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার শরীফাবাদ ত্রিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রাপ্ত জনাব মো: আব্দুল মতিন এর নাম ০৮ কোডে এ অন্তর্ভুক্তিকরণ ও বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদান।
নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার শরীফাবাদ ত্রিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আব্দুল মতিন ১১.০৫.২০০২ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানে সহকারি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ০১.০৬.২০০২ তারিখে ১১ কোডে এমপিওভুক্ত হন। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে তিনি ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ধানমন্ডি ক্যাম্পাস থেকে বি.এড ডিগ্রী অর্জন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন প্রেরণ পূর্বক ০১.০৭.২০১৩ তারিখে ১০ম গ্রেডে উন্নীত হন। দীর্ঘ ১৩ বছর ঊর্ধ্বকাল যাবৎ তিনি একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকাকালীন উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি তাকে সরকারি বিধি মোতাবেক ২৮.১২.২০১৫ ইং তারিখে একই প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রদান করায় ৩০.১২.২০১৫ তারিখে উক্ত পদে যোগদান করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৭.২৭, তারিখ: ২২.০২.২০১৭ আলোকে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক দারুল ইহসান সনদ সংক্রান্ত ১৩.০৪.২০২২ তারিখের চূড়ান্ত আদেশের পূর্বেই তিনি বর্ণিত বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরকারি বেতন ভাতাদির জন্য প্রেরণ করলে মার্চ/২০২০ এ সহকারী প্রধান শিক্ষক পদবী ঠিক রেখে তাকে ১০ম গ্রেডে বেতন ভাতাদি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, সহকারী প্রধান শিক্ষক এর বেতন গ্রেড ০৮ এবং বেতন স্কেল ২৩,০০০/- কিন্তু তাকে কোনো রকম বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদান করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, ০১.০১.২০১৬</td>
<td>দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধতা নিয়ে ২০১৬ সালে মহামান্য হাইকোর্টের রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ের আলোকে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদসমূহ প্রত্যাখান করা কিংবা কোন সময়ের জন্য গ্রহণ করা হবে এবং শাহ্ মাখদুম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা ও Science & Information Technology</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
থেকে ২৮.০২.২০২০ তারিখ পর্যন্ত কোনো সরকারি বেতন ভাতা উত্তোলন করেনি।
<table>
<tr><th>ক্র নং</th><th>নাম, পদবী ও জন্ম তারিখ</th><th>শিক্ষাগত যোগ্যতা</th><th>বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়</th><th>দাবীকৃত বেতন স্কেল ও কোড</th></tr>
<tr><td>০১.</td><td>মোঃ আব্দুল মতিন
সহকারী প্রধান শিক্ষক
শরীফাবাদ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়</td><td>এসএসসি-১৯৯০ (২য়)</td><td>রাজশাহী</td><td>কোড-০৮
২৩,০০০/-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>এইচএসসি-১৯৯২ (২য়)</td><td>রাজশাহী</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>বিএ (সম্মান) ১৯৯৫(২য়)</td><td>জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>এমএ ১৯৯৬ (২য়)</td><td>জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>বিএড ২০০৮ সিজিপিএ ৩.৪৬</td><td>দারুল ইহ: বিশ্ব: বিদ্যা:</td><td></td></tr>
</table>
পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।
</td>
<td>
Foundation (SIT Foundation) এর সনদ প্রত্যাখান/গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য গত ২৮.০১.২০২৩ তারিখের আপিল কমিটিতে নিম্নোক্তভাবে একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়।
<table>
<tr><td>জনাব সোনা মনি চাকমা, যুগ্মসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।</td><td>আহবায়ক</td></tr>
<tr><td>জনাব মো: কামরুল হাসান (উপসচিব) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।</td><td>সদস্য</td></tr>
<tr><td>জনাব মো: এনামুল হক হাওলাদার, উপপরিচালক (কলেজ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।</td><td>সদস্য</td></tr>
<tr><td>জনাব ড. মো: ফরহাদ হোসেন, উপসচিব (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।</td><td>সদস্য সচিব</td></tr>
</table>
গঠিত সাব কমিটি এ বিষয়টি এবং এ জাতীয় সকল বিষয়ে আগামী সভার পূর্বে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করবে।
</td>
</tr>
<tr>
<td>০৫.</td>
<td>
বিষয়ঃ মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন লক্ষীপুর মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মরত ১৫ জন শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও প্রদানের নির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত।

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন লক্ষীপুর মিশন উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে খ্রিস্টান মিশন/চার্চ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত করার ইচ্ছা না থাকায় শুরু থকেই শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের সময় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করে এবং ডিজি মহোদয়ের কোন প্রতিনিধি না রেখে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত করা হয়। বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে পত্রিকায় বৈধকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ১০.০১.১৯৯৪ হতে ২৪.১০.২০১৫ এর পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত মোট ১৫ জন শিক্ষক কর্মচারীকে তাদের যোগদানের তারিখ হতে নিয়োগ বৈধকরণ করা হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ও ডিজি মহোদয়ের প্রতিনিধি না থাকার কারণে ১০ জন শিক্ষকের আবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া অগ্রায়ন করা হবে না মর্মে জেলা শিক্ষা অফিস জানায়। প্রধান শিক্ষক তার বিদ্যালয়ে কর্মরত ১৫ জন শিক্ষক কর্মচারীর কষ্ট লাঘবে তাদের এমপিওভুক্তির জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন।
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল সংক্রান্তে গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির ৩১.০১.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
"মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন লক্ষীপুর মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের জনবল কাঠামো এমপিও নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় এমপিও ভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"।
পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।
</td>
<td>
মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন লক্ষীপুর মিশন উচ্চ বিদ্যালয়টি মিশন/চার্চ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে বিধায় গত ২৪.০৮.১৯৮৯ তারিখের ৭৭৪ নং স্মারক মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুস্পষ্ট মতামত/ প্রতিবেদন মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রেরণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
</td>
</tr>
</table>

০৬.	বিষয়: নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার নবগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ০৫ জন শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও ভুক্তির বিষয়ে নির্দেশনা সংক্রান্ত। নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার নবগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্মরত ০৫ জন শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওভুক্তির বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১১৯৩৩/২০১৫ এর ১৮/০২/২০১৯ তারিখে আদেশের প্রেক্ষিতে উক্ত কর্মচরীগন এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করেন। নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার নবগ্রাম বিদ্যালয়টি ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ০১/০৬/১৯৮৫ সালে নিম্নমাধ্যমিক স্তর এমপিও ভুক্ত হয়। ২৫/০৯/১৯৯৬ তারিখে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি সাময়িকভাবে ০২ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী এর স্মারক নং-১/এস/৩০/৬৯৬/৭৪৪, তারিখ: ২১/০৯/১৯৯৭ তারিখ মোতাবেক উক্ত প্রতিষ্ঠানে নবম শ্রেণীতে পাঠদানের অনুমতি প্রাদান করেন এবং উক্ত বোর্ডের স্মারক নং-১/ /৪০/৬৯৬/৪৮৩ তারিখ: ০৮/১১/১৯৯৮ প্রতিষ্ঠানে নবম শ্রেণী খোলার অনুমতি প্রাদান করেন। ২৫/০৯/১৯৯৬ তারিখে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি সাময়িক ভাবে ০২ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিধি মোতাবেক না হওয়ায় ২২/১১/১৯৯৯ তারিখের পূর্বে নিয়োগকৃত শিক্ষকদ্বয়কে পুনরায় বিধি মোতাবেক নিয়োগ প্রদান করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি গত ২৭/১২/১৯৯৯ তারিখে একজন নৈশ্য প্রহরী এবং গত ২৩/০১/২০০৩ তারিখে এক জন সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে গত ২৭/০৩/২০১২ তারিখে একজন সহকারী গ্রন্থগারিক নিয়োগ প্রদান করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শা-৪/১জি-৭/২০০২/৮৫ শিক্ষা, তারিখ: ১৮/০৪/২০০২ মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটি মাধ্যমিক স্তরে এমপিও ভুক্ত হয়। কিন্তু কোন কারণ ছাড়াই মাধ্যমিক স্তরে এমপিও ভুক্ত স্থগিত হলে মাধ্যিমক স্তরে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মচারী এমপিও ভুক্তি হিসেবে বেতন ভাতাদি না পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ০৫ জন শিক্ষক/কর্মচারীগন মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১১৯৩৩/২০১৫ দায়ের করেন। এবং ১৮/০২/২০১৯ তারিখে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্টে বিভাগ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ০৫ জন শিক্ষক/কর্মচারীর পক্ষে রায় প্রদান করেন। বর্ণিত বিষয়ে অত্র আইন শাখার মতামত হলো: জনাব মো: মামুনার রশীদ,সহকারী শিক্ষক, বাংলা নবগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁ সহ ০৫ জন শিক্ষকের এমপিও ভুক্তির বিষয়ে মাহমান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১১৯৩৩/২০১৫ দায়ের করেন। যেহেতু মাহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নাং ৪৩১৯/২০১৯ এর গত ০৯/০৪/২০১৯ তারিখের আদেশে রেসপনডেন্ড-২ মহাপরিচালক, মাউশি-কে নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে মামলার রুল নিস্পত্তি করেন। জারীকৃত নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয় যে, Respondent No-2.Dircetor General, Directorate Secondary and Higher Education, Eircetorate, Shikka Bhabon, Abdul Goni Road, Dhaka is dispose of Petitioner's notice dimand in justice dated 20/10/2015 (Annexure "H"), with a period of 60 (sixty) days from receipt of the copy of this order in accordance with law communicated the result of such dispose to the Headmaster fo the said school. এক্ষেত্রে পিটিশনার কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন জনবল কাঠামো ও প্রচলিত বিধি মোতাবেক নিস্পত্তি করে বিষয়টি অবশ্যই পিটিশনারের এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। গত ০৭.১২.২০২০ তারিখের এমপিও অনুমোদন সংক্রান্ত চূড়ান্ত কমিটির সভায় মাধ্যমিক স্তরে এমপিও ভুক্ত না হওয়ায় ৫ জন শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও ভুক্তির বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এ বিভাগে প্রেরন করা হয়েছে। পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।	নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার নবগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ০৫ জন শিক্ষক কর্মচারীর এমপিওভুক্তির বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৪৩১৯/২০১৯ এর রায় মোতাবেক শুনানিন্তে আবেদনটি নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৭.	বিষয়: বগুড়া জেলার সদর উপজেলাধীন বগুড়া কলেজের ডিগ্রী স্তরের এমপিও কোড এর বিষয়ে মতামত সংক্রান্ত। বগুড়া জেলার সদর উপজেলাধীন বগুড়া কলেজের 'ডিগ্রি স্তারের' এমপিও কোড নম্বর প্রদান কোড সৃষ্ট জঠিলতা নিরসনের বিষযে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রি স্তরের তথ্য প্রদানের জন্য কলেজ অধ্যক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়। অধ্যক্ষ কর্তৃক উক্ত বিষয়ে কলেজের সুত্রোস্থ স্মারক নং-২ মোতাবেক নিম্নোক্ত তথ্য প্রেরিত হয়েছে। ১. ১৯৯৪ সালে কলেজটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ হিসেবে এমপিওভুক্ত হয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের এমপিও কোড নম্বর প্রাপ্ত হয়। ২. ১৯৯৭ সালে বগুড়া কলেজের ডিগ্রি কোর্সের অধিভুক্তি প্রাদানের সম্ভব্যতা যাচাই এর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশনা প্রাদান করেন। ৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠিত টিম কলেজটি সরেজমিন পরিদর্শন করে ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ হতে বগুড়া কলেজটি ডিগ্রি কলেজের অধিভুক্তি হয়। যা ২৫ বছর যাবৎ চালু আছে।	বগুড়া জেলার সদর উপজেলাধীন বগুড়া কলেজের ডিগ্রী স্তরের এমপিও কোড এর বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের আপিল নং-৩২৫৬/২০১৭ চলমান থাকায় এই পর্যায়ে নিস্পত্তি করা সম্ভব নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪. ২০০০ সালে কলেজের ডিগ্রী স্তরের সকল শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত হয় যা অদ্যাবধি চলমান আছে।

বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রি বোড না থাকা সত্ত্বেও ২১ জন শিক্ষক-কর্মচারী ডিগ্রী পর্যায়ে এমপিওভুক্ত আছেন এবং উক্ত কলেজে ২ জন শিক্ষক ও ১ জন সহকারী লাইব্রেরিয়ান ডিগ্রী কোডের বেতন প্রাপ্তির জন্য মহমান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ৫৫২১ দায়ের করেন। মামলা শুনানিকালে উক্ত শিক্ষকগণ মহামান্য হাইকোর্টে জানান যে, তাদের কলেজের অধ্যক্ষ ডিগ্রী কোডে বেতন উত্তোলন করেছেন। মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ২৪/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখের এমপিও চূড়ান্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিষয়টি পুনরায় তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেন।

তদন্ত কমিটির মতামত:

(১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিবিশা ৮/১ জি-৩৪/৯৪/১০৫৫-শিক্ষা, তরিখ: ২৮/১৯৯৪ দ্বারা বগুড়া কলেজ, বগুড়া এমপিওভুক্ত। কলেজটি তখন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছিল। কলেজটির সর্বশেষ এমপিও কোড ৭৬০২১৬৩১০১। সে অনুসারে কলেজটি এখনও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এমপিওভুক্ত।

(২) বগুড়া কলেজ, বগুড়া এর ২ জন শিক্ষক (১) জনাব তাহেরা খাতুন, প্রভাষক (দর্শন), ও (২) জনাব নাজনীন নাহার হামিদ, প্রভাষক, অর্থনীতি এবং (৩) সহকারি লাইব্রেরিয়ান জনাব মোঃ এনামুল হক এর বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট মামলা চলমান থাকায় তাদের ব্যাপারে তদন্ত কমিটির কোনো সিদ্ধান্ত/মতামত প্রদান করার সুযোগ নেই।

(৩) জনাব কে.বি.এম. মুসা, অধ্যক্ষ, বগুড়া কলেজ, বগুড়া গত ২০/০৫/২০১৮ তারিখে অবসর গ্রহন করেছন। কলেজটির ডিগ্রি স্তর এমপিওভুক্ত না হলেও তিনি জানুয়ারি ২০০০ সাল থেকে ডিগ্রী কোডের বেতন উত্তোলন করেছেন যা বিধিসম্মত নয়।

(৪) বর্ণিত কলেজের উপধ্যক্ষ জনাব এ, কে,এম মঈন উদ্দিন (বর্তমান অধ্যক্ষ পদে কর্মরত) সহ ২১ জন শিক্ষক-কর্মচরী ডিগ্রিকোডে বেতন উত্তোলন করছেন। ডিগ্রী কোড না থাকা সত্ত্বে কিভাবে তার ডিগ্রী কোডে এমপিও ভুক্ত হয়েছেন সে ব্যাপারে কোন সদুত্তর এবং এ সংক্রান্ত কোন সরকরি আদেশ/চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের কনটেম্পট পিটিশন নং ৩৪/২০১৭ অনুসারে জনাব এ, কে, এম, মঈনকে সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে উপাধ্যক্ষ পদে এমপিও প্রদান করা হয়েছে।

৫. জনাব এ,কে, এম মঈন উদ্দিনকে বর্ণিত কলেজে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগভিত্তিক পদায়ন করা হয়েছে এবং ৩১.০১.২০১৯ তারিখ হতে তদন্তকাল পর্যন্ত তিনি অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকে পূর্বপদের (উপাধ্যক্ষ) ধারাবাহিকতায় এমপিও কপি অনুযায়ী ০৫ কোডে বেতন ভাতাদি উত্তোলন করেছেন। তদন্তকাল পর্যন্ত কলেজটির উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এমপিওভুক্ত কিন্তু ডিগ্রী স্তর এমপিওভুক্ত নয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কলেজ অধ্যক্ষের প্রাপ্য বেতন কোড ০৫। বর্ণিত বিষয়ে রিট মামলাসমূহ, আপিল মামলা এবং কনটেম্পট এর বিষয়ে মতামতের জন্য নথিটি মাউশি অধিদপ্তরে আইন শাখায় প্রেরণ করা হয়। আইন শাখা হতে মতামত দাখিল কলেন।

আইন শাখার মতামত: বগুড়া ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক (দর্শন) মোসা: তাহেরা খাতুন গং এমপিওভুক্ত হওয়ার জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৫৫২১/২০১৪ দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশনারগণ প্যাটার্ন বহির্ভূতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত। বর্ণিত রিট পিটিশনে শুনানিশেষে মহামান্য আদালত কর্তৃক Rule Absolute করে রায় প্রাদন করা হয়। রায়ে পিটিশনারগণকে এমপিওভুক্ত করার নির্দেশ প্রাদান করা হয়েছে। মহামন্য হইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আপিল নং৩২৫৬/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে। আপিল মঞ্জুর হয়েছে, তবে আপিল মামলাটি এখনও চূড়ান্ত নিস্পত্তি হয়নি। বগুড়া ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ জনাব একেএম মাঈন উদ্দীন (উপাধ্যক্ষ পদে) এমপিওভুক্ত হওয়ার জন্য রিট পিটিশন নং ৮৩৭৬/২০১৩ দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশন শুনানিশেষে Rule Absolute করে রায় প্রদান করা হয়। রায়ে পিটিশিনারকে এমপিওভুক্ত কবার নির্দেশ দেয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল নং ২৯৩৩/২০১৪ দায়ের হয়। উক্ত আপিল মামলা শুনানিশেষে খারিজ হয়। পরবর্তীতে পিটিশনারকে এমপিওভুক্ত না করায় পিটিশনার মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে কনটেম্পট পিটিশন নং ৩৪/২০১৫ দায়ের করেন। সর্বশেষ রিট পিটিশনের রায় ও আদেশ, আপিল মামলার রায়, কনটেম্পট পিটিশনের প্রেক্ষিতে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৬/০৭/২০১৫ খ্রি. তারিখের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক পিটিশনার একএম মঈন উদ্দীনকে সেপ্টেম্বর/২০১৪ থেকে এমপিওভুক্ত করা হয়। বর্ণিত বিষয়ে নভেম্বর /২০২১ মাসের এমপিও সভায় বর্ণিত বিষয়ে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এমপিও কমিটির সুপারিশ: '(ক) যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক অধ্যক্ষ এবিএম মুসার এমপিওভুক্তি বৈধ না হওয়ায় এমপিওভুক্তির (জানুয়ারি/২০০০)তারিখ হতে অবসর গ্রহন পর্যন্ত গৃহীত সমদয় অর্থ ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

খ) যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক ডিগ্রি কোডের বেতনপ্রাপ্ত ২১ জনের বিধি অনুযায়ী Stop Payment করে এমপিও বাতিল ও গৃহীত অর্থ ফেরতের ব্যবস্থা গ্রাহণ।

গ) বিভাবে উক্ত শিক্ষকগণ ডিগ্রি কোডে এমপিওভুক্ত হলেন সে বিষয়ে তদন্ত করণ এবং

ঘ) অধ্যক্ষ এ বি এম মুসার বিষযে অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টকে অবহিতকণের বিষযে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমপিও কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উক্ত কলেজের ডিগ্রিস্তর এমপিওকোড এর বিষেয়ে তথ্য প্রেরণের জন্য মাউশি অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেলের তথ্য: "প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ স্তর পর্যন্ত এমপিওভুক্ত আছে। প্রতিষ্ঠানটির

	এমপিওভুক্তর পরিবর্তন বা অন্যান্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে সিদ্ধান্ত হলে তা কার্যকর করা যাবে।" বগুড়া জেলার সদর উপজেলাধীন বগুড়া কলেজের ডিগ্রিস্তরের এমপিও কোর্ড নম্বর এর বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের জবাব, তদন্ত কর্মকর্তার মতামত এবং ইএমআইএস সেলের তথ্যের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের' ডিগ্রী স্তরের' এমপিও কোড নম্বর প্রদান বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন অফিস আদেশ পাওয়া যায়নি। পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।	
০৮.	বিষয়: টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন নতুন কহেলা কলেজের ১৫ জন শিক্ষক কর্মচারীর যোগদানের তারিখ থেকে নন এমপিও কালীন বকেয়া এমপিও প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা কামনা সংক্রান্ত। টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন নতুন কহেলা কলেজটি ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে এমপিওভুক্তির আদেশপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০৬/২০১০ তারিখে প্রতিষ্ঠানের নাম এমপিও তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের নাম এমপিও তালিকা থেকে বাদ দেয়ায় কলেজের পক্ষে জনাব মো: আবদুর রশিদ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৬৪৮৪/২০১৪ দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশনে সচিব, গং কে বিবাদী করে রুল জারি করা হয়। পরবর্তীতে বিগত ১১.০৯.২০১৪ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ রুল Absolute করে রায় প্রদান করেন। মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নং-৬৪৮০/২০১৪-এর রায়" The respondents concerned are hereby directed to include the name of the said institution in the list of MPO for the financial year 2009-2010 provided it full the requirements as stipulated in the "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন- ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা ২০১০ (in short, the Janabal Kathamo 2010: within a period of 90 (ninety) days from date of receipt of the copy of the judgment and order." প্রতিষ্ঠানের নাম এমপিও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া সংক্রান্ত পত্র কে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং বিবাদীগণকে জনবল কাঠামো-২০১০ এর শর্তসমূহ পুরণ হলে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত মামলার বিষয়ে আইন শাখা মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত হলোঃ "বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণ ১৯.১২.২০১৭ তারিখ হতে এমপিও প্রাপ্য এবং শিক্ষক-কর্মচারীগণের দাবিকৃত বকেয়া বেতন-ভাতা প্রাপ্য।" রিট মামলা নং-৬৪৮৪/২০১৪ এর ক্ষেত্রে মাউশি অধিদপ্তরের পক্ষে আপিল মামলা নং-২১৩৫/২০১৬ দায়ের করা হয়। উক্ত আপিল মামলার রায় হলো: "The leave petition is out of time by 645 days but the explanation offered condemnation of delay is not at all satisfactory." Accordingly, the Civil Petition for leave to appeal is dismissed as barred by limitation." মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি মাধ্যমিক শাখার স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৬.২০১৯.২১৫ তারিখ: ১৮.০৭.২০২১ মোতাবেক পত্রে আদালতকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বিষয়টি মাউশি অধিদপ্তরের ১৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখের এমপিও সভায় উপস্থাপন করা হয়। এমপিও কমিটির সভার সিদ্ধান্ত হলো, "(ক) রিট মামলা নং-৬৪৮৪/০১৪ এর রায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও করার নির্দেশনা আছে যা বাস্তবায়ন করা হয়েছে, এ বিষয়ে কনটেম্পট মামলা নং- ৭/২০০০ এর ক্ষেত্রে মাউশি অধিদপ্তরের আইন শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আদালতে জবাব দাখিল করবেন। খ) রিট মামলা নং-৬৪৮৪/২০১৪ এর ক্ষেত্রে মাউশি অধিদপ্তরের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপিল মামলা নং-২১৩৫/১৬ এবং কনটেম্পট মামলা নং- ০৭:২০ এ সরকার পক্ষে জবাবের কপিসহ ধারাবাহিক প্রতিবেদন আইন শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দাখিল করবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (গ) মহামান্য আদালতের সর্বশেষ রায়/আদেশ অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।" মাউশি অধিদপ্তরের এমপিও কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে নথি আইন শাখায় প্রেরণ করা হয়। আইন শাখা গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণী দাখিল করেছেন: সিদ্ধান্ত 'ক' অনুসারে রিট পিটিশন নং-৬৪৮৪/২০১৪ এর রায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও করার নির্দেশনা আছে, বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বিষয়টি এফিডেভিট আকারে কনটেম্পট আদালতে দাখিল করার জন্য কনটেম্পট মামলা পরিচালনাকারী বিজ্ঞ এডভোকেটকে বলা হয়। এর প্রেক্ষিতে তিনি জানান যে, এ বিষয়টি ইতোমধ্যে এফিডেভিট করে আদালতে দাখিল করা হয়েছে। তারপরও কনটেম্পট মামলাটি কার্য তালিকায় আসছে। টাঙ্গাইল জেলার নতুন কহেলা কলেজটি ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এমপিওভুক্তির আদেশপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে ১৬.০৬.২০১০ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের নাম এমপিও তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের নাম এমপিও তালিকা থেকে বাদ দেয়ার বিরুদ্ধে এবং প্রতিষ্ঠান এমপিও করার জন্য অধ্যক্ষ জনাব মো: আবদুর রশিদ রিট পিটিশন নং-৬৪৮৪/২০১৪ দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশন শুনানিশেষে Rule Absolute করে রায় ও আদেশ প্রদান করেন। রায়ে প্রতিষ্ঠানের নাম এমপিও তালিকা থেকে বাদ দেয়া সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৬.০৫.২০১০খ্রি., ৩১.০৫.২০১০ খ্রি. এবং ১৬.০৬.২০১০ তারিখের পত্রকে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং	টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন নতুন কহেলা কলেজটি ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে এমপিওভুক্তির আদেশপ্রাপ্ত হওয়ায় ০১ মাস পরে তা বাতিল হয়। পরবর্তীতে কনটেম্পট পিটিশন ০৭/২০২০ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ১৯.১২.২০১৭ তারিখে এমপিওভুক্ত হয়। বকেয়ার বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। বিষয়টি পরবর্তী সভায় আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	বিবাদীগণকে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর থেকে জনবল কাঠামো-২০১০ সম্পর্কিত নির্দেশিকা-২০১০ এর শর্ত পূর্ণ হলে কোর্টের আদেশ প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল নং-২১৩৫/২০১৬ দায়ের করা হয়। উক্ত মামলাটি শুনানি শেষে খারিজ হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯.১২.২০১৭ তারিখের নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৭(খন্ড-১).৬৮৬ স্মারক পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক ঐ তারিখ থেকেই প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে এমপিওভুক্ত করা হয়। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীগণ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুসারে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে প্রতিষ্ঠান এমিপওভুক্ত হয়নি মর্মে উল্লেখ করে এবং ঐ সময় থেকে বকেয়া বেতন ভাতা দাবি করে কনটেম্পট পিটিশন নং ০৭/২০২০ দায়ের করেন। উক্ত কনটেম্পট পিটিশনে সচিব, গংকে বিবাদী করে রুল জারি করা হয়। উক্ত কনটেম্পট পিটিশনে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৬৪৮৪/২০১৪ এর রায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে, এ বিষয়টি মহামান্য কনটেম্পট আদালতকে এফিডেভিট আকারে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট অবহিত করেছেন। উক্ত কনটেম্পট পিটিশনটি দীর্ঘদিন কার্য তালিকায় আসছে। উক্ত কনটেম্পট মামলায় বিগত ২৯.০৯.২০২০ তারিখের আদেশে হাইকোর্ট বিভাগের রায় পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য ১৫ দিনের সময় দিয়ে আদেশ প্রদান করা হয়। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা থেকে ১০.১২.২০১০ তারিখের পত্রে কনটেম্পট পিটিশন নং-০৭/২০২০এর বিষয়ে মামলা পরিচালনাসহ সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে কনটেম্পট মামলা পরিচালনাকারী বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের কনটেম্পট আদালতের মৌখিক নির্দেশের প্রেক্ষিতে রায় পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২৮.০২.২০২১ তারিখে মতামত প্রদান করেন। তাঁর মতামতটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইন শাখার ২০.১২.২০২০ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে অধিদপ্তর থেকে ০৭.০৩.২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি মাধ্যমিক-৩ থেকে বিগত ১৮.০৭.২০২১ তারিখের পত্রে রিট পিটিশন নং-৬৪৮৪/২০১৪ এর আদেশ বাস্তবায়ন করে কনটেম্পট কোর্টকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৮.০৭.২০২১ তারিখের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা ০৮.০২.২০২১ তারিখে মতামত প্রদান করেন এবং সেই মতামত ও মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় ১৮.১১.২০২১ তারিখের এমপিও সভায় উপস্থাপিত হয়। এমপিও কমিটির সুপারিশ: "টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন নতুন কহেলা কলেজের রিট পিটিশন নং-৬৮৮৪/২০১৪- এর রায় মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.০২৯.০০১.২০১৭(খন্ড-১).৬৮৬; তারিখ: ১৯.১২.২০১৭ অনুসারে ঐ তারিখ থেকেই শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের আবেদন এবং রিট পিটিশন নং- ৬৪৮৪/২০১৪ মামলার রায়ের আলোকে ২০০৯-২০১০ সাল থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দের বকেয়া বেতন-ভাতার বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।" মহামান্য আদালতের রিট পিটিশন নং-৬৪৮৪/২০১৪ এর রায়, আপিল মামলা নং-২১৩৫/২০১৬ এবং কনটেম্পট পিটিশন নং-০৭/২০২০-এর নির্দেশনা মোতাবেক মাউশি অধিদপ্তর থেকে ১৯.১২.২০১৭ তারিখ থেকে ১৫জন শিক্ষক-কর্মচারীকে যথাযথভাবে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে আদালত থেকে ভিন্ন কোন আদেশ/নির্দেশনা বা রায় আসেনি। অন্যদিকে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুসারে স্থগিতকৃত বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশের কোন বকেয়া প্রদান করা হবে না। মহামান্য আদালতের রিট পিটিশনের রায় যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পরেও মহামান্য আদালত থেকে ভিন্ন কোনো নির্দেশনা/আদেশ বা রায় না আসা সত্ত্বেও বর্ণিত বিষয়ে এমপিও সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইন শাখার মতামতসহ এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।	
০৯.	বিষয়: ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন মঞ্জালপৈতা পারখিদ্দাহ কলেজের ২৪ জন শিক্ষক কর্মচারীর বকেয়া বেতন ও উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান সংক্রান্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রস্থ পত্র মোতাবেক ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন মঞ্জালপৈতা পারখিদ্দাহ কলেজের ২৪ জন শিক্ষক কর্মচারীর বকেয়া বেতন ও উচ্চতর বেতন-স্কেল প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেওয়া হয়। ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন মঞ্জালপৈতা পারখিদ্দাহ কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ০১/০৫/২০১৩ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড় করা হয়েছে। কিন্তু বকেয়া বেতন প্রদান না করায় অধ্যক্ষ বকেয়া প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৩৭.০০.০০০০.০৯৪.০৪.০০১.২০.১৪৩; তারিখ: ০৮/০৭/২০২০খ্রি. মোতাবেক ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন মঞ্জালপৈতা পারখিদ্দাহ কলেজের অধ্যক্ষসহ ২৪ জন শিক্ষক ও কর্মচারীর বকেয়া বেতন সাপেক্ষে উচ্চতর বেতন স্কেলসহ চাকুরির সুযোগ সুবিধা প্রদান বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিটপিটিশন আদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে পত্র দেয়া হয়। ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন মঞ্জালপৈতা-পারখিদ্দাহ কলেজটি গত ০১/০৫/২০০৪খ্রি. তারিখে	ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন মঞ্জালপৈতা পারখিদ্দাহ কলেজের ২৪ জন শিক্ষক কর্মচারীর বকেয়া বেতন ও উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদানের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের রায় পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বকেয়া প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	এমপি ও ভুক্তির আদেশ প্রদান করা হয়। এমপিওভুক্তির আদেশ বাতিল করা হলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৪৩৫৭/২০১৬ দায়ের করেন। মহামান্য আদালতের আদেশ অনুযায়ী শিক্ষক/কর্মচারীদের এমপিওভুক্তি করা হয়। কিন্তু তাদের বকেয়া বেতন ভাতাদি সরকারি অংশ প্রদান করা হয়নি। মহামান্য আদালতের আদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আইন শাখার মতামত: "ঝিনাইদহ জেলার মঙ্গলপৈতা পারখিদ্দাহ কলেজের শিক্ষক কর্মচারীগণ কর্তৃক দায়েরকৃত মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৪৩৫৭/২০১৬ এর বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান করেন, তাঁর মতামতটি নিম্নরূপ : বর্ণিত কলেজের পক্ষে অধ্যক্ষ জনাব হাবিবুর রহমান কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১০২৫৫/২০০৬ এর রায় ও আদেশের প্রেক্ষিতে কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীগণকে এমপিওভুক্ত করা হয়। উক্ত রিট পিটিশনের রায়ের প্রেক্ষিতে প্রাথমিকভাবে জনবল কাঠামোর বিধিবিধান অনুসরণে ০৭(সাত) জন শিক্ষক-কর্মচারীকে নভেম্বর/২০০৮ থেকে এমপিওভুক্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শর্তাবলি অব্যাহতি (relieved/waived) সাপেক্ষে অন্যান্য শিক্ষক কর্মচারীগণকে এমপিওভুক্ত করা হয়। বর্তমানে ঐ কলেজের শিক্ষক কর্মচারীগণ বাদী হয়ে চাকুরিকালের ব্যাপারে বকেয়া বেতন-ভাতা দাবি করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৪৩৫৭/২০১৬ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ যুক্তিযুক্ত আদেশ (Reasoned order) প্রদানের জন্য ০১ (এক)মাসের সময় দিয়ে নির্দেশ প্রদান করেন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১০২৫৫/২০০৬ এ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ Rule Absolute করে এবং বিগত ১৭.০৬.২০০৪খ্রি. তারিখের পত্রের স্মারককে অবৈধ ঘোষণা করে। যদিও এই রিট পিটিশনের আদেশ বাস্তবায়ন করা হয় এবং বিভিন্ন তারিখে শিক্ষক-কর্মচারীগণকে প্রচলিত বিধিতে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-কর্মচারীগণকে প্রাথমিক মেমো (১৭.০৬.২০০৪) তারিখ থেকে বকেয়া প্রদানের সুযোগ নেই। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্র অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বকেয়া প্রদানের বিষয়ে যুক্তিযুক্ত আদেশ (Reasoned order) প্রদান করতে হবে এবং বিষয়টি পিটিশনারগণকে রিট পিটিশন নং-৪৩৫৭/২০১৬ রায় ও আদেশ অনুসারে অবশ্যই অবহিত করতে হবে"। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত: Teachers/staffs of the above College were included in the MPO scheme as per the judgment passed by the High Court Division in Writ Petition No. 10255 of 2006. Initially 7 teachers / staffs were included in the MPO scheme on November 2008 and subsequently other teachers/staffs were also included in the MPO scheme one conditions were MPO for their duration of service. The High Court Division directed the respondents to pass a reasoned order within one month. It appears that the earlier Writ Petition No. 10255 of 2006, the High Court Division made the rule absolute declaring the impugned memo dated 17.06.2004 without lawful authority and of no legal effect and to pass a reasoned order. Since, the judgment of the said Writ Petition has been complied with, including all the eligible teachers/staffs in the MPO scheme on different dates on the basis of applicable rules, there is no scope to pay any arrear MPO to the petitioners from the date of initial memo of MPO. However, the Directorate should pass a reasoned order on the matter and inform the petitioners as per the judgment of the Hon'ble Court. পর্যালোচনা: ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন মঙ্গলপৈতা পারখিদ্দাহ কলেজের অধ্যক্ষসহ ২৪ জন শিক্ষক ও কর্মচারীর বকেয়া বেতন ভাতা ও অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে উচ্চতর বেতন স্কেলসহ চাকরির সকল সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত এবং আইন উপদেষ্টার মতামতসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি কমিটির সদস্যবৃন্দ পর্যালোচনা করেন। আবেদনকারীকে শুনানী করেন।	
১০.	বিষয়: বগুড়া জেলার শাহজাহানপুর উপজেলার নগর শাহ মোজাম্মেল হক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল্লাহ আল মোনাইম এর বকেয়া বেতন ভাতাসহ সাময়িক স্থগিতকৃত এমপিও ছাড়করণ সংক্রান্ত। নথিপত্র ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, বগুড়া জেলার শাহজাহানপুর উপজেলাধীন নগর শাহ মোজাম্মেল হক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল্লাহ আল মোনাইম এর বকেয়া বেতন ভাতাসহ সাময়িক স্থগিতকৃত এমপিও ছাড়করণের জন্য অত্র অধিদপ্তরে আবেদন করেছেন। জনাব আব্দুল্লাহ আল মোনাইম গত ২৭.০২.২০১৬ তারিখে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করে প্রধান শিক্ষক হিসেবে বেতন কোড ০৭ এ এমপিওভুক্ত হয়ে ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত বেতন ভাতা উত্তোলন করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৮.১২.২০১৯ তারিখের নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০০৯.২০০৯.৩৩১ সংখ্যক স্মারকে প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল্লাহ আল মোনাইম এর এমপিও সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২১.০৯.২০২২ তারিখের নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৭.৩৩৮ সংখ্যক পত্রে জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০২১ অনুযায়ী গঠিত এমপিও পুনর্বিবেচনা কমিটির ২৭.০৭.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনায় বগুড়া জেলার শাহজাহানপুর উপজেলার নগর শাহ মোজাম্মেল হক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক জনাব আব্দুল্লাহ আল মোনাইম এর এমপিওভুক্তির বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বলা	বগুড়া জেলার শাহজাহানপুর উপজেলার নগর শাহ মোজাম্মেল হক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল্লাহ আল মোনাইম এর বকেয়া বেতন ভাতাসহ সাময়িক স্থগিতকৃত এমপিও ছাড়করণের বিষয়ে পুনরায় তাগিদপত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তর হতে সংশ্লিষ্টদের পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ণিত প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল্লাহ আল মোনাইম এর এমপিওভুক্তি নয়। তার স্থগিত বেতন ভাতাদি চালুকরণ করা প্রয়োজন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল সংক্রান্তে গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির ২৭.০৭.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। "মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তকালীন সময়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান না করে, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে তদন্ত করে এতে তার দায়িত্বপালনে গাফিলতির কারণে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আগামী ০৭ (সাত)কর্মদিবসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করাসহ বগুড়া জেলার শাহজাহানপুর উপজেলাধীন নগর শাহ মোজাম্মেল হক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল্লাহ আল মোনাইম এর এমপিওভুক্তির বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কে বলা হলো"। পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।	
১১.	বিষয়টি ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন শশীভূষণ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদান সংক্রান্ত। শশীভূষণ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ২০০৪ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ে এমপিওভুক্ত হয়। ২০১৪ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি পায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রলয়নকারী ঘুর্ণিঝড়ে ২০১৮ সালে বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনসহ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে স্বাভাবিক পাঠদান সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। ২০১৯ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয় ঘটে। প্রতিষ্ঠানটি মাধ্যমিক পর্যায়ে এমপিওভুক্ত না থাকার পরও নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ে এমপিওভুক্তির স্থগিত আদেশ দেয়া হয়। পরবর্তীতে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন শশীভূষণ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্থগিতকৃত এমপিও পুনরায় ৩১.০১.২০২২ তারিখে চালু করা তাদের ২০১৯ সালের নভেম্বর থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত বকেয়া প্রদানের জন্য জনাব আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, মাননীয় সংসদ সদস্য ডিও প্রেরণ করেছেন। পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন শশীভূষণ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.০ এমতাবস্থায়, জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত এমপিও পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত আপিল কমিটি এর ২৮.০২.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার বর্ণিত ১১ (এগারো)টি সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৩.০৪.২৪

(মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০৫১৭
ই-মেইল: nongovt.secondary.Sec3@shed.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

সদয় অবগতি/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), পলাশী, নীলক্ষেত, ঢাকা।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. জেলা প্রশাসক,---------- (সকল) ।
৬. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৭. সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৮. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা---(সকল অঞ্চল)। [এই পত্রের আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অনুরোধ করা হলো]
৯. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা--(সকল অঞ্চল)। [এই পত্রের আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অনুরোধ করা হলো]
১০. জেলা শিক্ষা অফিসার,---------- ----- (সকল)।
১১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার,---------- (সকল)।
১২. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৩. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, ...।
১৪. সভাপতি (গভর্ণিংবডি/ম্যানেজিং কমিটি), ...।
১৫. অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬. জনাব, ...।
১৭. অফিস কপি।